বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাঃ

১. **"Inform ATU" Mobile Apps:** বাংলাদেশের সকল নাগরিক "ইনফর্ম এটিইউ" মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ/উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বোমা/বিস্ফোরণ, সংগঠিত অপরাধ (অর্গানাইজড ক্রাইম), ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত যে কোন ধরনের তথ্য দিতে পারবেন। তথ্য প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয় গোপন রাখা হবে। এন্টি টেররিজম ইউনিট সাধারণ জনগনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই এ্যাপস ব্যবহার করে সমাজে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবেন।

[এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা]

২. **পুলিশ সদস্যদের ছুটি প্রক্রিয়া সহজিকরণ:** প্রত্যেক পুলিশ সদস্য Online এ ছুটির আবেদন করবে এবং ছুটির আবেদনটি সরাসরি ছুটি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রগামী হবে। ছুটির আবেদন পাওয়ার পর ছুটি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য দেখে নিয়ে ছুটি প্রদান করবেন অথবা ছুটির আবেদন নাকচ করবেন। যদি ছুটি প্রদান অথবা নাকচ করেন সে তথ্য Online ছুটি গ্রহণকারী পুলিশ সদস্যের নিকট চলে যাবে। প্রত্যেক পুলিশ সদস্য Police ID এর মাধ্যমে Log in করে তার ছুটি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ]

৩. **ফেইস ডিটেক্টর সফটওয়্যারের ব্যবহার:** এটি একটি সফটওয়্যার। এটা শুধু সিসি ক্যামেরার ক্ষেত্রে কার্যকর। কোন অপরাধীর ছবি উক্ত সফটওয়্যারে ইনপুট দিয়ে রাখলে সিসি ক্যামেরার আওতাধীন এলাকায় ঐ অপরাধী প্রবেশ করলে উক্ত সফটওয়্যার ঐ অপরাধীর ফেইস ডিটেক্ট করবে এবং সংগে সংগে উক্ত অপরাধীর অবস্থান জানিয়ে নির্ধারিত মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ পাঠাবে। পুলিশ তখন ঐ অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে যে কোন Object ঐ সফটওয়্যারে Detect করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে একটি এলাকাকে পুরোপুরি পুলিশি পর্যবেক্ষনে আনা যায়। এর মাধ্যমে পূর্ব থেকে Input দেওয়া ছবির ব্যক্তির ফেইস বা মুখমন্ডল সিসি ক্যামেরার আওতায় আসলেই তা বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে সনাক্ত করে তখন সফটওয়্যার নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারে ঐ অপরাধীর অবস্থান জানিয়ে মেসেজ পাঠাবে। ফলে উক্ত অপরাধীকে অতি সহজেই ধরে ফেলা সম্ভব হবে।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

৪. **মাদক, নারী নির্যাতন ও জঙ্গীবাদ বিরোধী ফুটবল টুর্ণামেন্ট :** পুলিশ হেডকোয়াটার্সের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ খ্রি: তৈরীর লক্ষে উদ্ভাবনী কাজের ধারাবাহিকতায় সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গাজীপুর জেলাব্যাপী চলমান "মাদক, নারী নির্যাতন ও জঙ্গীবাদ বিরোধী ফুটবল টুর্ণামেন্ট" প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়, যা একটি সফল সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর]

৫. **ডিজিটাল পজ মেশিনের মাধ্যমে প্রসিকিউশন কার্যক্রম:** ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আইন অমান্য ও ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন এসএমপিতে অনেক যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। মামলার জরিমানা পরিশোধ করতে যানবাহনের মালিককে ভোগান্তি সহ্য করতে হয়। যানবাহনের মালিকদের ভোগান্তি ও সময় ব্যয় কমিয়ে আনতে গত ২০ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে পুলিশ কমিশনার এসএমপি, সিলেট মহোদয়ের উদ্যোগে মহানগর ট্রাফিক বিভাগে ডিজিটাল পস মেশিন ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ট্রাফিক পুলিশ স্বল্প সময়ে অনেক কাজ করতে পারেন এবং কাজের স্বাচ্ছন্দ পাওয়া যায়। পস মেশিনে গাড়ির নাম্বার, মামলার কারণ ও জরিমানার পরিমানসহ সব ধরনের তথ্য তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়। এতে গ্রাহকরা সহজেই ইউক্যাশ এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করতে পারেন।

[পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, এসএমপি, সিলেট]

৬. অনলাইন ওয়ারেন্ট প্রসেস: বিচার বিভাগের সাথে আলোচনা করে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী নির্ধারিত তারিখে উপস্থিতির লক্ষ্যে সেল গঠন করে সেলের মাধ্যমে ইস্যুকৃত সমন ইস্যুর তারিখেই কোর্ট থেকে সংগ্রহ করে পরের দিনই তা সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সাথে মোবাইল ফোনে সমন প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় এবং সাক্ষীকে ধার্য্য তারিখে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এর ফলে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা প্রতিনিয়ত যেমন কমছে তেমনি বিচার প্রার্থীরা দ্রুত বিচার পাওয়ায় পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পাবনা]

৭. নারীদের নিরাপত্তাজনিত এ্যাপস "রোকেয়া": ইভটিজিং এর শিকার হওয়া নারীদের নিরাপত্তার জন্য ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস শাখা কর্তৃক এ্যাপস "রোকেয়া" প্রবর্তনের কাজ এগিয়ে চলছে। এতে করে কোন নারী রাস্তায় কোন প্রকার হয়রানীর শিকার হলে মোবাইলে এ্যাপসটি ইনস্টল করা থাকলে হেল্প বাটনে ক্লিক করলেই সরাসরি নিকটস্থ থানাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে বার্তা চলে যাবে।

[আইএন্ডবিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

৮. ফটো ডিটেকটিং এ্যাপস: বর্তমান সময়ে ফেসবুকে ছবি এডিট করে বিকৃত করার ঘটনা অহরহ ঘটেই যাচ্ছে। তাই এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস শাখা এবং এটুআই এর সহায়তায় একটি এ্যাপস তৈরী করা হয়। খুব দ্রুত অ্যাপসটি Online Google Play স্টোরে পাওয়া যাবে।

[আইএন্ডবিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

৯. থানা অটোমেশন: থানা অটোমেশন এর মাধ্যমে সকল সিনিয়র অফিসার যেমন সার্কেল এএসপি, জেলার পুলিশ সুপার এমনকি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে বসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যে কোন থানাকে মনিটর করতে পারবেন। পাশাপাশি ভেহিক্যাল ট্রাকার এর মাধ্যমে থানার পেট্রোল ডিউটিতে নিয়োজিত গাড়িগুলোকে মনিটর করা যাবে। ড্রোনের মাধ্যমে থানার বিভিন্ন ক্রাইম জোনের ছবি সংগ্রহ করা এবং পেট্রোল করা যাবে।

[আইএন্ডবিপি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

১০. "On duty Injured Police Officials Medical Welfare Apps": কর্মরত গুরুতর আহত পুলিশ সদস্যের চিকিৎসা সহায়তা জরুরী ভিত্তিতে প্রদান করা নিশ্চিত হবে অটোমেশনের কারণে ও উল্লেখিত অ্যাপস এর কল্যাণে। দ্রুত ও তাৎক্ষণিক সেবা প্রাপ্তির কারণে Organizational Engagement বৃদ্ধি পাবে। ফলে পুলিশ সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে অপরাধ দমনে আরও বেশি ঝুঁকি নিতে পারবে ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে ।

[ওয়েলফেয়ার এন্ড পেনশন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]